জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২১ ডিসেম্বর (বুধবার)

[সময়কালঃ ২১.১২.২০২২-২৫.১২.২০২২]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি:

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২১ ডিসেম্বর ২০২২, সকল ০৬ টা পর্যন্ত) এবং ২০ ডিসেম্বর ২০২২ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২১ ডিসেম্বর ২০২২ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২৭.০	১৬.২	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৬.৯	১৬.৬
	টাঙ্গাইল	০০	২৭.৫	১৫.৬		সন্দ্বীপ	০০	২৮.৪	১৪.২
	ফরিদপুর	০০	২৭.৩	১৬.০		সীতাকুন্ড	০০	২৮.৫	১৩.৬
	মাদারীপুর	০০	২৬.২	১৫.০		রাঙ্গামাটি	০০	২৭.৫	১৪.৫
	গোপালগঞ্জ	০০	২৬.৫	১৫.৫		কুমিল্লা	০০	২৭.০	১২.৬
	নিক্‌লি	০০	২৭.৫	১২.৫		চাঁদপুর	০০	২৮.০	১৬.৭
						মাইজদীকোর্ট	০০	২৬.৬	১৬.০
রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২৬.৫	১৫.০		ফেনী	০০	২৯.৫	১৩.০
	ঈশ্বরদী	০০	২৬.২	১৪.০		হাতিয়া	০০	২৭.২	১৫.১
	বগুড়া	০০	২৭.৬	১৫.৬		কক্সবাজার	০০	২৮.৪	১৭.২
	বদলগাছী	০০	২৭.৬	১৪.১		কুতুবদিয়া	০০	২৮.১	১৬.২
	তাড়াশ	০০	২৭.৪	১৫.৮		টেকনাফ	০০	২৯.৮	১৯.৭
রংপুর	রংপুর	০০	২৭.৭	১৫.৪	খুলনা	খুলনা	০০	২৭.০	১৬.০
	দিনাজপুর	০০	২৭.৪	১৪.৫		মংলা	০০	২৬.৮	১৬.৮
	সৈয়দপুর	০০	২৮.২	১৪.৫		সাতক্ষীরা	০০	২৬.৯	১৪.৫
	তেঁতুলিয়া	০০	২৬.৯	১২.৩		যশোর	০০	২৭.৪	১৪.৬
	ডিমলা	০০	২৭.০	১৪.৫		চুয়াডাঙ্গা	০০	২৬.৫	১৩.৮
	রাজারহাট	০০	২৭.০	১৩.২		কুমারখালী	০০	২৬.৪	১৫.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	২৬.৬	১৩.৮	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৭.৮	১৪.১
	নেত্রকোনা	০০	২৬.৬	১৪.৫		পটুয়াখালী	০০	২৭.৫	১৫.৮
						খেপুপাড়া	০০	২৭.৬	১৫.০
সিলেট	সিলেট	০০	২৭.৫	১৬.০		ভোলা	০০	২৭.৩	১৪.২
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৭.৬	১১.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহ:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.৭০ ঘন্টা ছিল |
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৩৬ মি: মি: ছিল |

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

কুয়াশা: মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারী থেকে ঘণ কুয়াশা এবং এছাড়া দেশের অন্যত্র কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরণের কুয়াশা পড়তে পারে।

তাপমাত্রা: সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২০ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন:

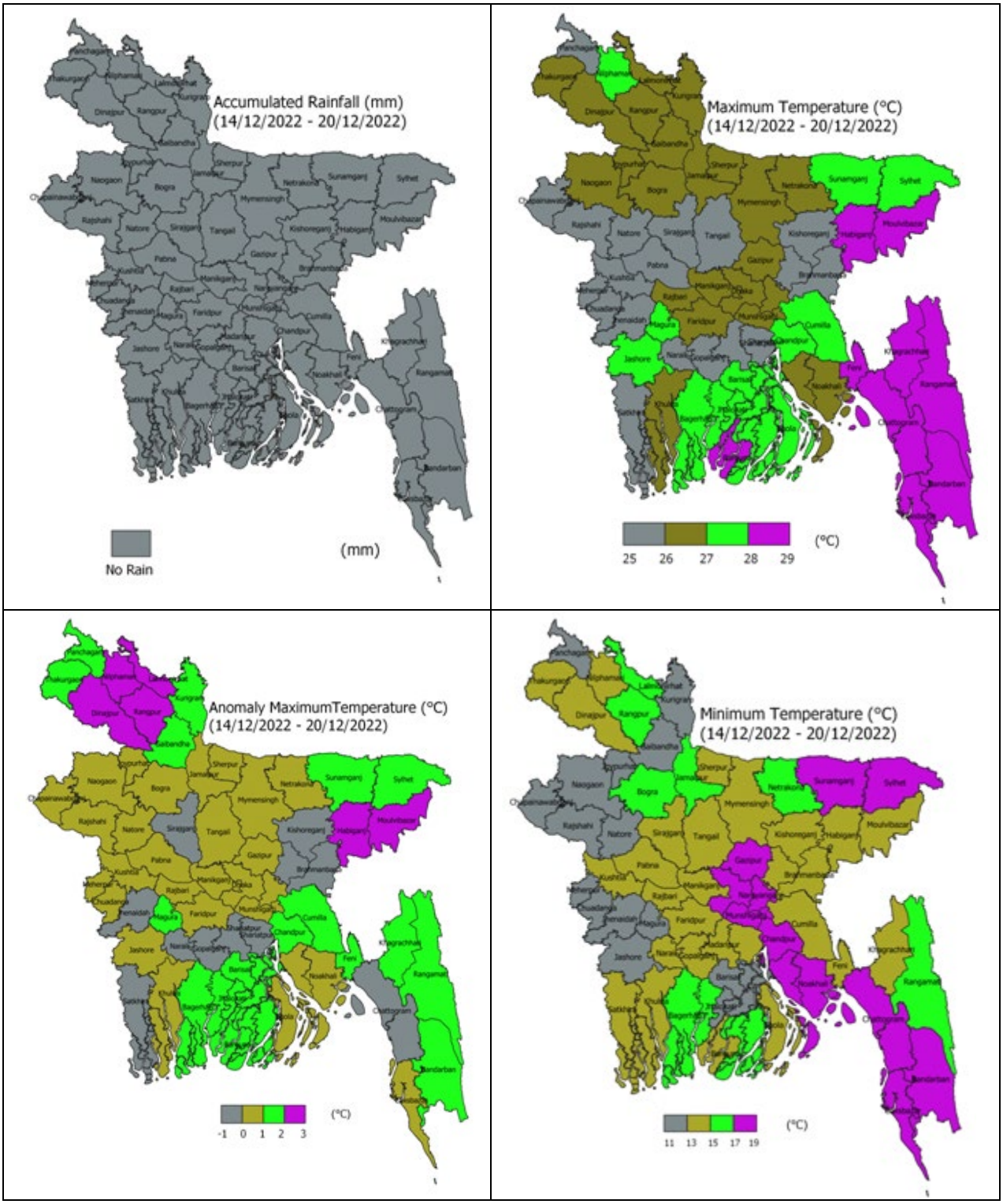

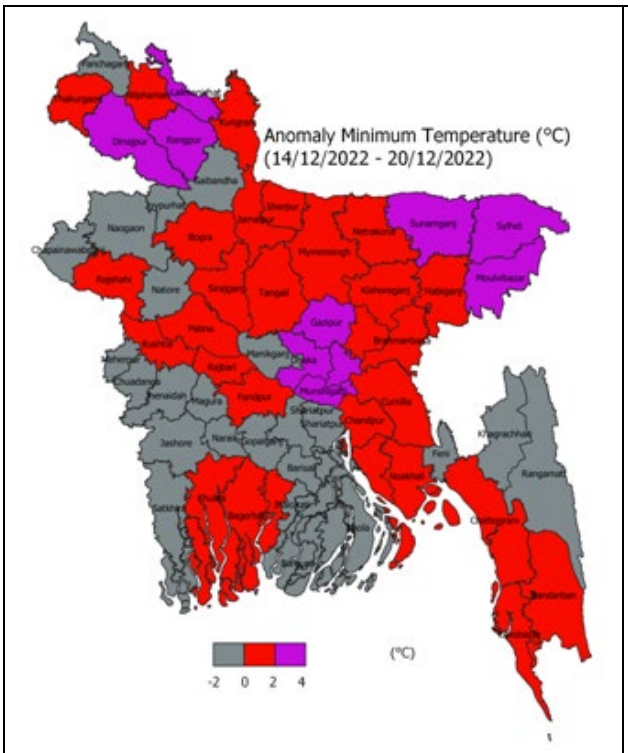
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
(°C)
-2 0 2 4

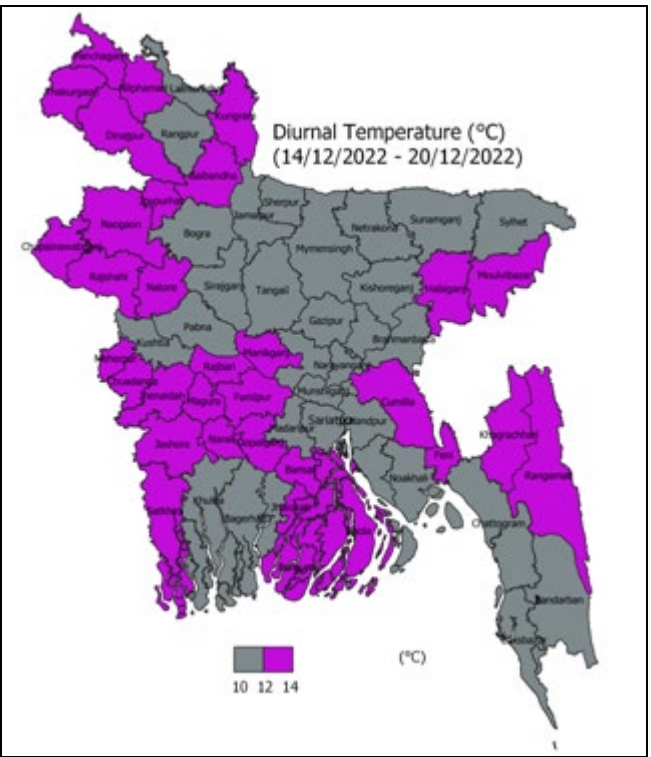
Diurnal Temperature (°C)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
(°C)
10 12 14

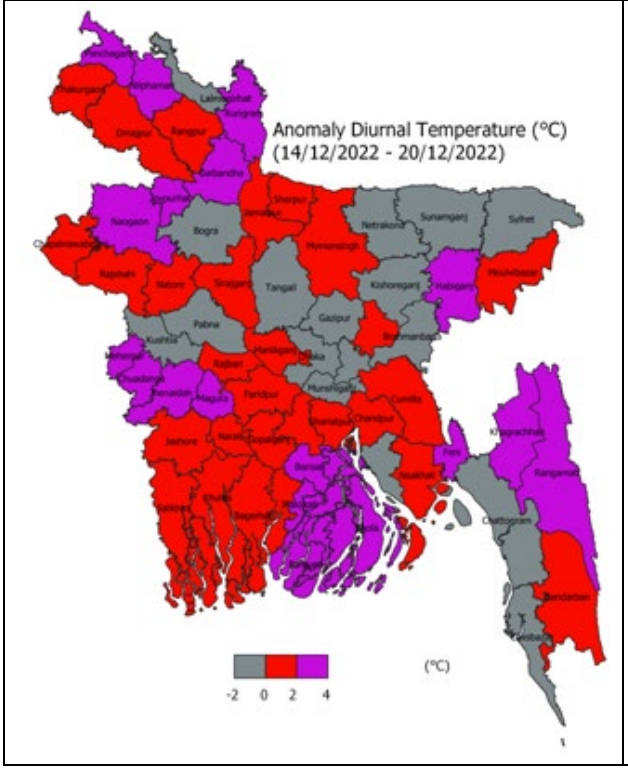
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
(°C)
-2 0 2 4

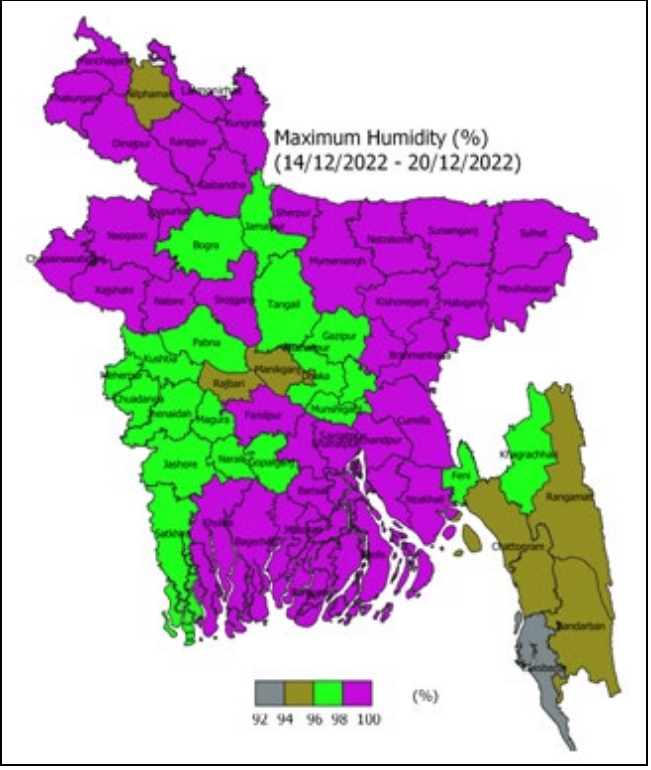
Maximum Humidity (%)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
(%)
92 94 96 98 100

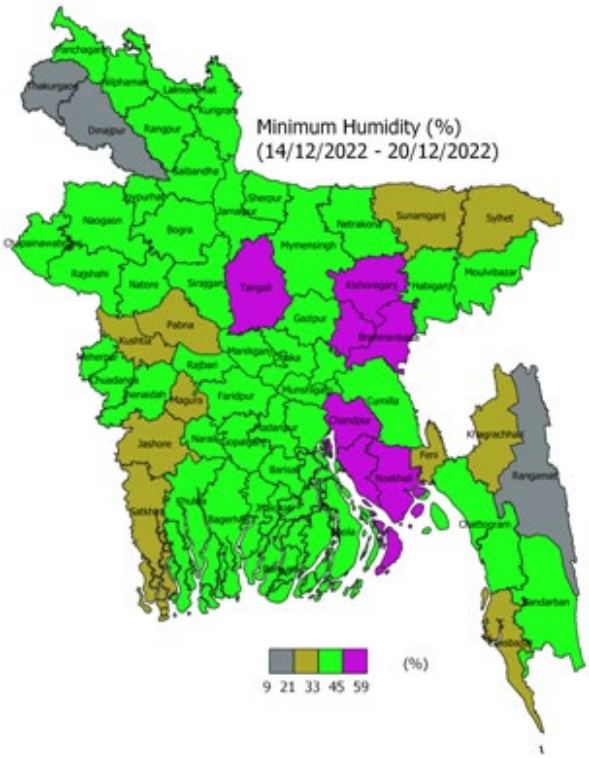
Minimum Humidity (%)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
9 21 33 45 59
(%)

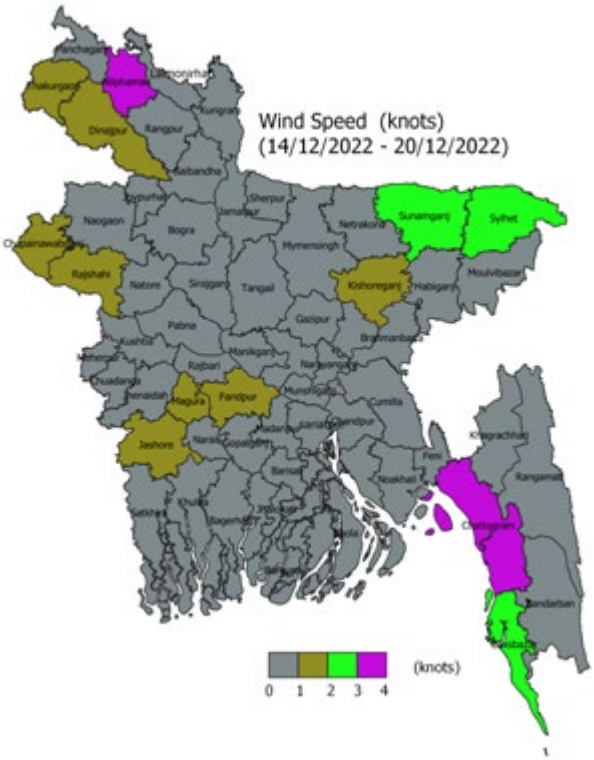
Wind Speed (knots)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
0 1 2 3 4
(knots)

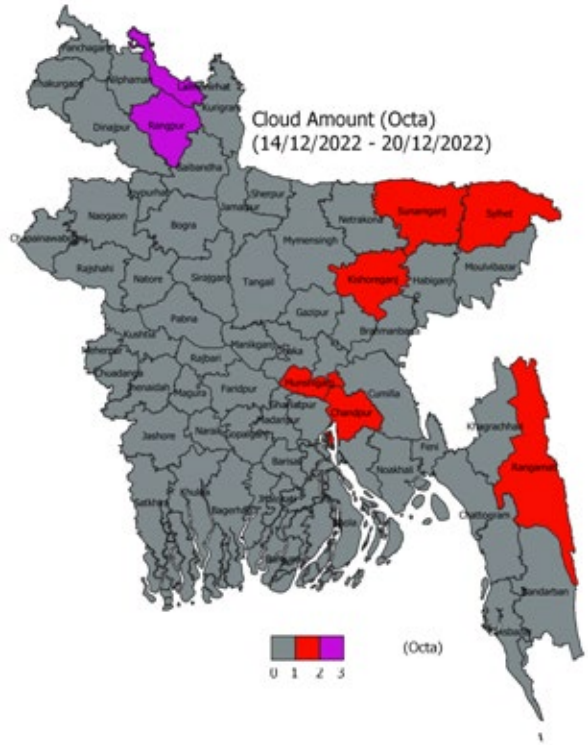
Cloud Amount (Octa)
(14/12/2022 - 20/12/2022)
0 1 2 3
(Octa)

আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ২২/১২/২০২২ হতে ৩১//১২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত:

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৫.০০ থেকে ৭.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।
এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মি.মি. থেকে ৩.০০ মি.মি. থাকতে পারে।

- এ সময়ের প্রথমার্ধে দেশের আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে ।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের দুই-এক স্থানে হালকা/গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে এবং দেশের অন্যত্র আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে ।
- ভোরের দিকে দেশের উত্তরাঞ্চল, নদী অববাহিকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে রাতের তাপমাত্রা (১-৩) ডিগ্রী সে. হ্রাস পেতে পারে।
- এ সময় দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের কোথাও কোথাও মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

আগামী ০৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমাণগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২১ ডিসেম্বর হতে ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

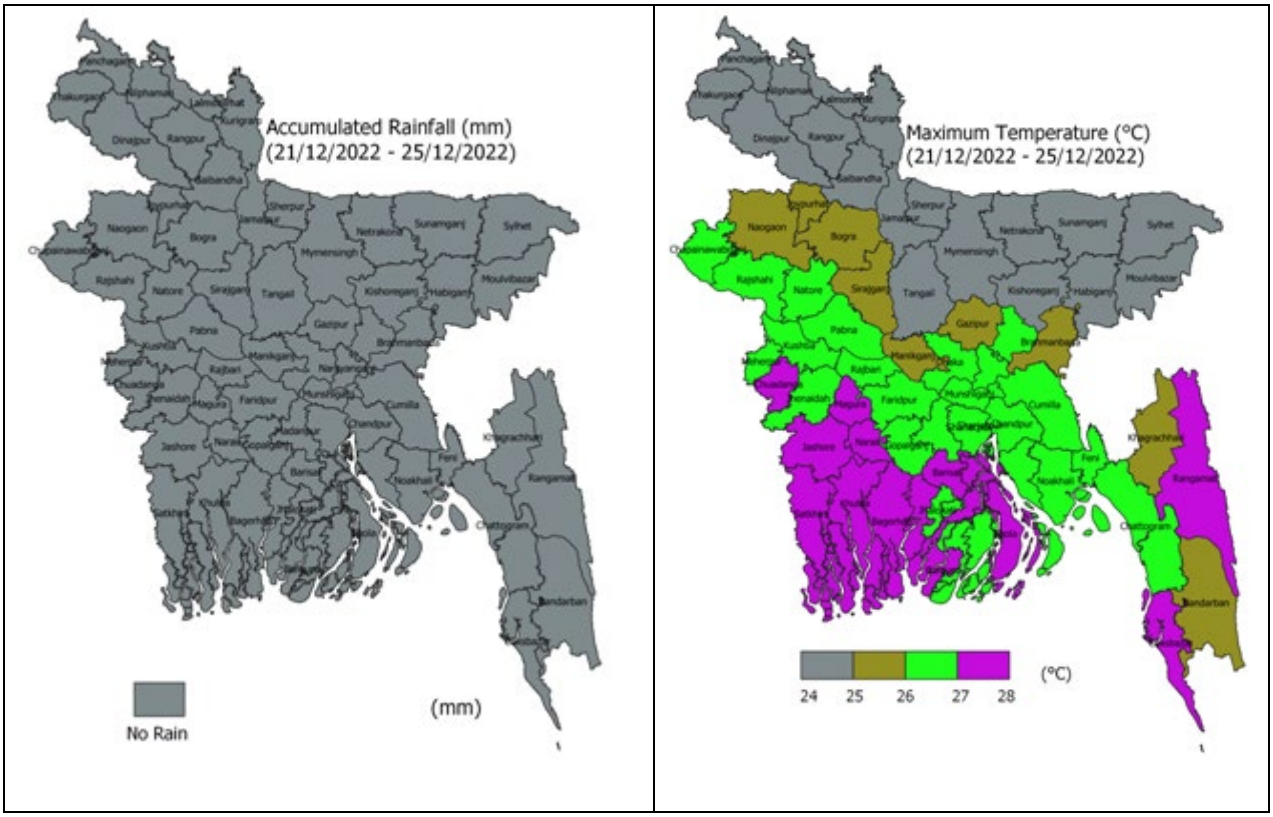

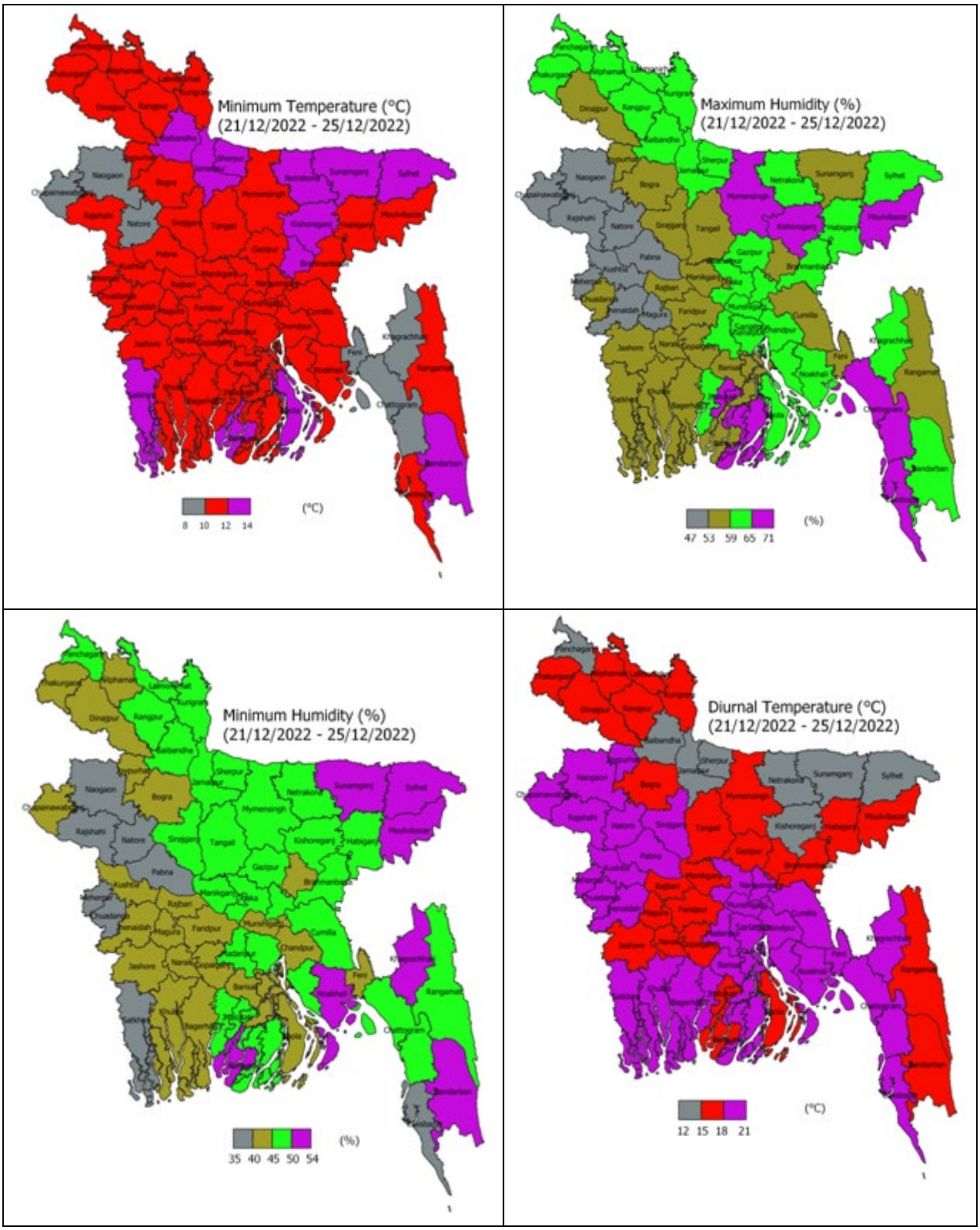
Minimum Temperature (°C)
(21/12/2022 - 25/12/2022)
(°C)
8 10 12 14
Maximum Humidity (%)
(21/12/2022 - 25/12/2022)
(%)
47 53 59 65 71
Minimum Humidity (%)
(21/12/2022 - 25/12/2022)
(%)
35 40 45 50 54
Diurnal Temperature (°C)
(21/12/2022 - 25/12/2022)
(°C)
12 15 18 21

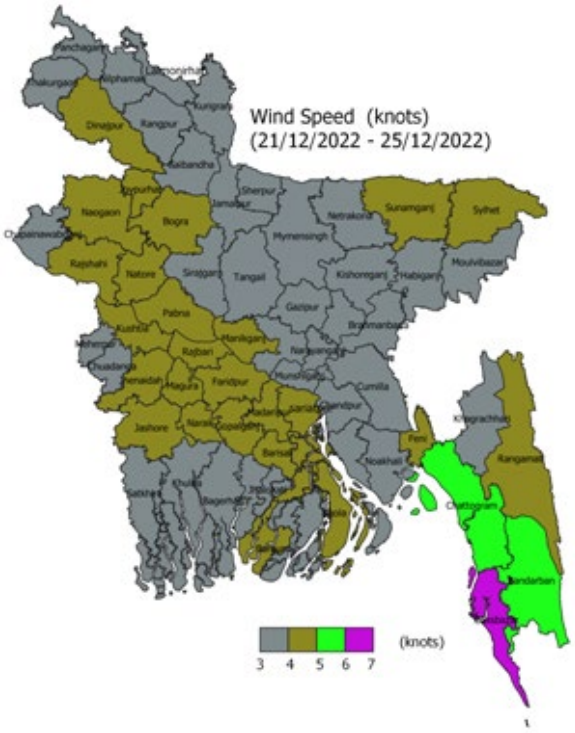

Wind Speed (knots)
(21/12/2022 - 25/12/2022)
3 4 5 6 7
(knots)

Different Satellite Products over Bangladesh

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 50 (09 December-15 December) over Agricultural regions of Bangladesh

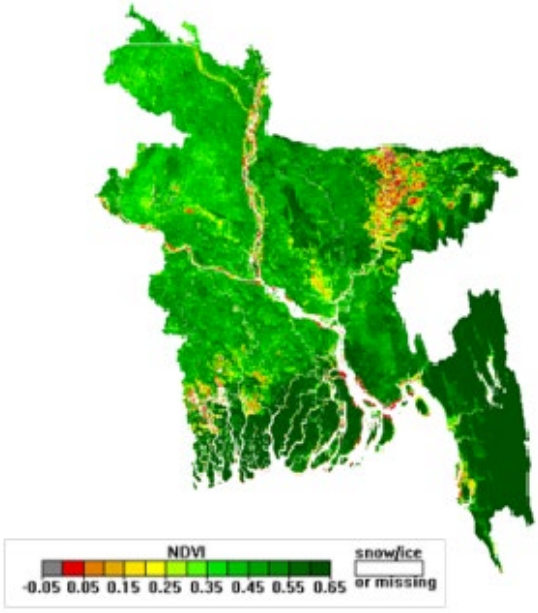

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 50 (09 December-15 December) over Agricultural regions of Bangladesh

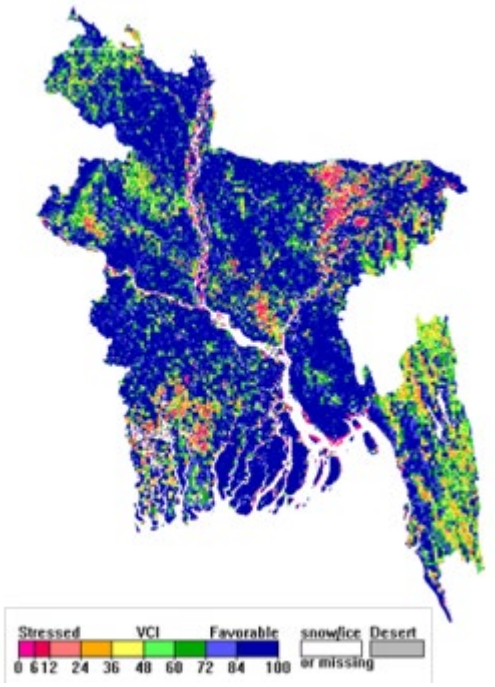

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 50 (09 December-15 December) over Agricultural regions of Bangladesh

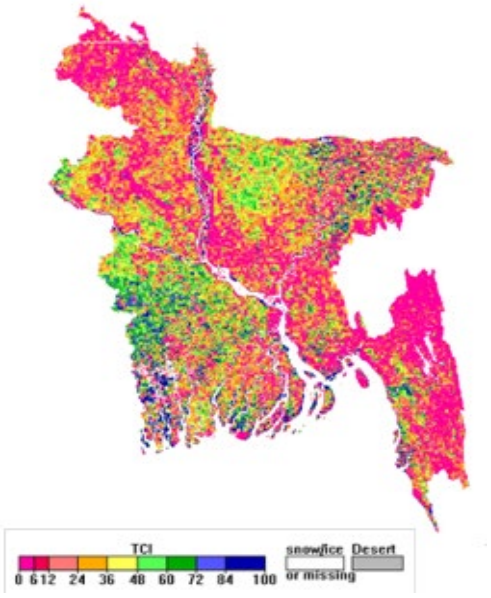

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 50 (09 December-15 December) over Agricultural regions of Bangladesh

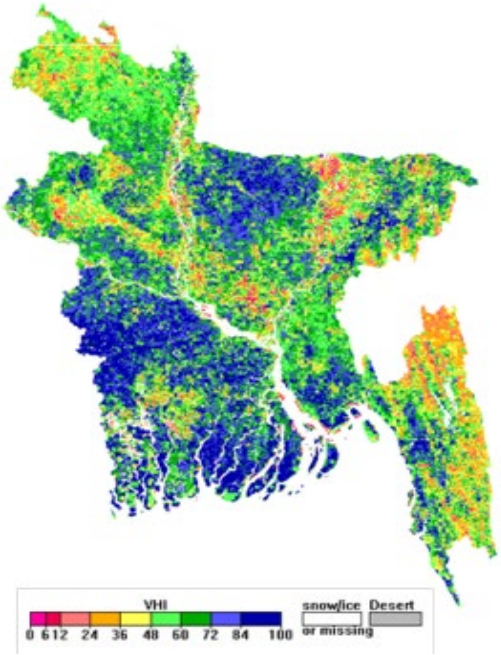

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

মধ্য মেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের কোন জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো:

রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, এবং নওগাঁ)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা রাতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং সকালে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- চারা গাছগুলোকে ঠান্ডা বাতাস থেকে রক্ষা করতে, খড়/পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিন।
- উদ্যান ফসলের চারা গাছকে নিম্ন তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব (১০০ ওয়াট বা এর বেশি) জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, এবং নীলফামারী)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** চারা রোপণ
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।

- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

দিনাজপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড়)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** চারা রোপণ
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।

- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বগুড়া অঞ্চল (জেলাসমূহ: বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** বীজতলা
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।
- বীজের অঙ্কুরোদগম ও চারার বৃদ্ধিতে নিম্নতাপমাত্রার প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বীজতলা রাতে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং সকালে তা সরিয়ে ফেলুন। এছাড়াও রাতের বেলা সেচ দিয়ে খুব ভোরে পানি সরিয়ে ফেলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় চারার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা যায়।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সিলেট অঞ্চল (জেলাসমূহ: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, এবং হবিগঞ্জ)

গম

- **পর্যায়:** অংগজ বৃদ্ধি
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

- **পর্যায়:** কুশি গজানো
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

রাংগামাটি অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাংগামাটি, বান্দরবান, এবং খাগড়াছড়ি)

ধান বোরো

- **পর্যায়:** চারা রোপণ

- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে । ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে, মই দিয়ে জমি সমতল করতে হবে ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১%বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

- **পর্যায়:** অংগজ
- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

মৎস্য

- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

বরিশাল অঞ্চল (জেলাসমূহ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, এবং ভোলা)

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন এবং তারপরে সেচ দিন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড বা লেমিনেট প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

পর্যায়: চারা রোপণ

- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে । ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে, মই দিয়ে জমি সমতল করতে হবে ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোঁকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অংগজ

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।

- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, মেহেরপুর, এবং মাগুড়া)**

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১%বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।

- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: ফুল আসা

- আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ফরিদপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: **ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, এবং গোপালগঞ্জ)**

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন ।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

পর্যায়: কুশি গজানো

- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।

- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রযোগের আগে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। হাত দ্বারা বা আগাছানাশক ব্যবহার করা যেতে পারে আগাছা পরিষ্কারের জন্য। সার উপরি প্রয়োগ করার আগে হাত দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করুন।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: ফল আসা

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

মৎস্য

- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ঢাকা অঞ্চল (জেলাসমূহ: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, এবং নরসিংদী)

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন এবং তারপরে সেচ দিন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

পর্যায়: কুশি গজানো

- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোঁকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অংগজ

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- পুকুর শুকিয়ে তলদেশের কালো/পচা কাদা অপসারণ করুন।
- বাৎসরিক পুকুর হলে সব মাছ আহরণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

চট্রগ্রাম অঞ্চল (জেলাসমূহ: চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী এবং ফেনী)

ধান বোরো

পর্যায়: চারা রোপণ

- বোরো ধান রোপনের জন্য মূল জমি প্রস্তুত করতে হবে । ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে, মই দিয়ে জমি সমতল করতে হবে ।
- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- জমি তৈরির পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া (মোট ইউরিয়ার ১/৩), ১৩ কেজি টিএসপি, ২০ কেজি এমওপি, ১৫ কেজি জিপসাম ও ১৫ কেজি দস্তা প্রয়োগ করুন।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অংগজ

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- পুকুর শুকিয়ে তলদেশের কালো/পচা কাদা অপসারণ করুন।
- বাৎসরিক পুকুর হলে সব মাছ আহরণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কুমিল্লা অঞ্চল (জেলাসমূহ: **কুমিল্লা, চাঁদপুর, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া)**

গম

পর্যায়: অংকুরোদ্গম

- যদি গম ফসলে সালফারের ঘাটতির লক্ষণ দেখা যায়, তখন ফসলে এক কুইন্টাল জিপসাম/একর ছিটানোর পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- সাধারণ বপন করা গম ফসলে জিঙ্কের ঘাটতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে । ঘাটতি দেখা দিলে ০.২% জিঙ্ক সালফেট হেপ্টা হাইড্রেট ($ZnSO4.7H2O$) স্প্রে করুন এবং নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

পর্যায়: কুশি গজানো

- চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর বিঘাপ্রতি ১৩ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করুন।
- জমি ও সেচ নালা আগাছামুক্ত রাখুন। সার প্রযোগের আগে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- জমির পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোঁকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: ফুল আসা

- আগাছা নিধন করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- পুকুর শুকিয়ে তলদেশের কালো/পচা কাদা অপসারণ করুন।
- বাৎসরিক পুকুর হলে সব মাছ আহরণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

খুলনা অঞ্চল (জেলাসমূহ: **খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট)**

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন এবং তারপরে সেচ দিন ।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোঁকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: ফল আসা

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে এক লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম ১২%+ম্যানকোজেব ৬২% প্রয়োগ করুন।
- পড গঠন পর্যায়ে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- পুকুর শুকিয়ে তলদেশের কালো/পচা কাদা অপসারণ করুন।
- বাৎসরিক পুকুর হলে সব মাছ আহরণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ অঞ্চল (জেলাসমূহ: ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা এবং শেরপুর)

গম

পর্যায়: অংগজ বৃদ্ধি

- ফসলের এই পর্যায়ে এবং বর্তমান আবহাওয়ায়, দেরিতে বপন করা গম ফসলে উইপোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে। যদি গমের ক্ষেতে উইপোকার উপদ্রব দেখা যায় তবে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যদি জমিতে ইঁদুর দেখা যায়, তাহলে ইঁদুর ধরার জন্য জালের ব্যবস্থা করুন বা ইঁদুরের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে জিঙ্ক ফসফাইড বা লেমিনেট প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলাকরণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

ধান বোরো

পর্যায়: চারা রোপণ

- জমিতে পানির স্তর ১-২ সেমি বজায় রাখুন ।
- বোরো ধান রোপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে মরা গোছায় পুনরায় রোপণ করতে হবে ।
- ৩৫-৪৫ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সবজি

- বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সুপারিশকৃত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বেগুন, টমেটো ও মরিচের ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হতে পারে। আক্রমণ দেখা গেলে প্রতি একরে ৩-৪ টি ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল

- বর্তমান আবহাওয়া নারকেলের কুঁড়ি পচা রোগের অনুকূল; ১% বোর্দো মিক্সচার আক্রান্ত গাছের মাথায় এবং পার্শ্ববর্তী গাছে স্প্রে করুণ।
- বর্তমান আবহাওয়ায়, ৩-৪ মাস বয়সী কলা গাছে ভোমরা পোকা আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্লোরপাইরিফস ২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।
- সেচ প্রয়োগ করুন।

সরিষা

পর্যায়: অংগজ

- সরিষায় স-ফ্লাই এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা নিয়ন্ত্রণে অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু

- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক না দেওয়া থাকলে কৃমি নাশক দিন।
- গবাদি পশুর বয়স ও শারীরিক সুস্থতার ভিত্তিতে টিকা প্রদান করুন।
- বহি: পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- গোয়ালঘরে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্ব জ্বালিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।
- গবাদি পশুকে আমিষ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ান।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য

- মাছের রোগবালাই দেখা দিলে বা কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধি না হলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে যোগাযোগ করুন।
- পুকুর শুকিয়ে তলদেশের কালো/পচা কাদা অপসারণ করুন।
- বাৎসরিক পুকুর হলে সব মাছ আহরণ করে পরবর্তী বছরের জন্য পুকুর প্রস্তুতি শুরু করুন।
- পুকুরের পাড় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- শীতকালে খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রয়োজনে খাবার প্রয়োগ বন্ধ রাখুন।
- শীতের শুরুতে প্রতি শতাংশে ২৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করলে মাছের রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।